

কে হয় হৃদয় খুঁড়ে

ভজন সরকার

(১১)

জমিদার বাড়ি থেকে বাবার সাথে ফিরলাম সূর্য-ডুবে যাওয়ার অনেক পরে। তখন জমিদার বাড়ির বাইরের নাট-মন্দিরের প্রাঙ্গন থেকে সন্ধ্যা আরতির কাঁস আর শঙ্কের আওয়াজ ভেসে আসছে। অন্তিমিত সূর্যের হারিয়ে যাওয়া আলো তখন রাত্রির অন্ধকারে ঢেকে গেছে। আমরা জমিদার বাড়ির পাঁচিল ছাড়িয়ে পা রেখেছি আমাদের গ্রামের পথে। কিন্তু আমার মনের ভেতর তখনও প্রায় ঘন্টা দু'য়েকের স্মৃতির রেশ আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নানা দোলাচলে। আর আজকে প্রায় তিন দশক পরেও আমি সেই বিকেলে যা কিছু পেয়েছিলাম তাকে অমূল্য সম্পদ হিসেবেই মনে করি।

আর সে স্মৃতিকে অমূল্য সম্পদ মনে করার কারণ, আমি আগে থেকেই যে দু'টি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে জীবনের পাথেয় হিসেবে মনে করতে শিখেছিলাম, সেদিনের সে জমিদার বাড়ি-দর্শন আমাকে সে লক্ষ্যকে একটা শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছিলো। যদিও ছোট বেলার সে লক্ষ্য থেকে অনেকেই সেরে আসতে হয়েছে পরবর্তী জীবনে বাস্তবতার কঠিন সংকটে। কিন্তু সে পরাজয়কে নগন্য এক জন ব্যক্তির পরাজয় হিসেবে আমি এখনও মনে করি না। আর সে পরাজয়ের কারণ ব্যবচ্ছেদের আগে মনের ভেতর পুঁতে রাখা সে স্বপ্ন বীজগুলোরই পরিচয় দেই আগে।

পারিবারিকভাবে গৃহস্থ এক পরিবারে জন্মেও আমার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের অলি-গলিতে ঢু মারার সেই ছোট বেলা থেকেই। আর কেন জানিনা, নিজে কখনও উপার্জন করে সংসার চালাতে হবে এই ধারণাই আমার জন্মে নি অনেক দিন পর্যন্ত। বলতে সংকোচ নেই, বিবাহ করে যখন সংসার শুরু করলাম কপদহীন ভাবে, সেই সময় থেকেই ভাবতে শুরু করেছি যে আমাকে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে বাঁচতে হলে কাজ করে খেতে হবে। তাও আবার পেশাজীবী স্ত্রী (পেশায় ডাক্তার) পেয়ে সেখান থেকেও পালিয়ে বাঁচার এক মোক্ষম সুযোগে আমি যারপরনাই আনন্দিতই ছিলাম।

বাংলা লেখায় আর বাংলা ভাষায় দখলের জন্য আমি কেন জানিনা ভাবতে শুরু করেছিলাম লেখাই হবে আমার এক মাত্র ব্রত। আমি লেখাকে পেশা হিসেবে নেবো যেমন আগেও ভাবি নি, এখনও ভাবি না। কারণ, পেশার সাথে এক ধরনের শৃংখলা আর পরাধীনতার কোন না কোন সংযোগ আছে বলে আমার মনে হয়। আর লেখককে যদি লিখেই জীবিকার সংস্থান করতে হয় তবে সেখান থেকে স্বাধীনতা আর মুক্তির আনন্দটাই হারিয়ে তা হয়ে যায় দায়বদ্ধ আর ফরমায়েসি। আর কোন সৃষ্টিশীল মহৎ সাহিত্য কখনও ফরমায়েসি সাহিত্য হয় না। যেমন, প্রতিটি পূজো আর ঈদে যে পরিমান লেখা প্রকাশিত হয় দুই বাংলার পত্র-পত্রিকায় সেখানে কোন কালজয়ী সাহিত্য বেরিয়েছে কি? না বেরনোর কারণ, বিখ্যাত লেখকেরাই আগেই চুক্তি বদ্ধ হয়ে থাকেন পত্রিকা সম্পাদকনামক বেনিয়াদের কাছে।

তাই ছোট বেলা থেকেই ভেবেছি, আমার ব্রত হবে লেখা । গ্রামে থেকেই লিখে যাবো । শহরমুখী হবো না কখনোই । আর পেশা নিয়েও কোন স্বপ্নবীজ রোপণ করি নি- মধ্যবৃন্তের স্বচ্ছলতার প্রাচুর্যের কারণে । দেশ সেবাকে তখনও মনে হয়েছে এক শেষ হয়ে যাওয়া কাজ । যা বৃটিশ তাড়ানোর নামে স্বদেশী আন্দোলন থেকে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে পাকিস্তানী বর্বরদের পরাজয়ে ,বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে । আর যেটা বাকী , সেটা মানুষের সেবা । পারিবারিক ঐতিহ্যের জন্যই সেটাকে আমরা কখনো নিজেদের কর্তব্যের বাইরের কোন মহৎ কাজ বলে মনে করিনি ।

আর দেশ ছেড়ে প্রবাসী হবার স্বপ্নও কখনো দেখিনি । প্রবাস বলতে তখন কেন জানি না শহুরে জীবনকেই বুঝেছি । তাই যেদিন ঢাকায় আসলাম কলেজে ভর্তি হতে , সেদিনও আমার বাবাকে পরিবারের অনেকের কাছেই জবাবদিহি করতে হয়েছিলো , ছেলের আবার গ্রামে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতিতে । কেননা, পরিবারের বাইরেও প্রতিবেশ- পরিবেশের প্রতি কর্তব্যবোধ তখন এক ধরনের দায়িত্ববোধের মধ্যেই মনে হয়েছে । তাই তো, নানা ঘাত- অভিঘাতের মধ্যেও মানুষের একে অপরকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার প্রবল আনন্দ আমাদেরকে ঘরে ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধ করতো । ঘর বলতে বুঝাতো বাড়ি । আর বাড়ি মানেই গ্রাম - কয়েক পুরুষ শহুরে হলেও । তাই, আজও শহুরে বেড়ে উঠা মানুষকে নিতান্তই আত্ম-কেন্দ্রিক এবং বিচ্ছিন্ন স্বার্থপর মানুষ বলেই মনে হয় । পরবর্তীতেও দেখেছি , পরিচয়ের খানিক পরেই অনেকেই জিগ্যেস করে বাড়ি কোথায় । জন্ম শহুরে বলেও রেহাই নেই ; বাবার বাড়ি -দাদার বাড়ি অবধি গিয়ে তবেই থামে । এখানেও সেই খোঁজ, নাড়ির - বন্ধনের । আর এ সবার পেছনে সেই ফিরে যাবার আকুতি ঐতিহ্যের কাছে, মানুষের কাছে, গ্রাম নামক এক শেকড়ের কাছে ।

আর এক্ষেত্রে জমিদার পত্নীর সাথে আমার মায়ের কোথায় যেনো একটা মিল খুঁজে পেয়েছিলাম । দু'জনেরই কোন না কোন ভাবে সাহিত্যচর্চাতেই দেখেছিলাম একটু বেশী রকম আগ্রহ । পরে যদিও সে চরিত্র ধর্ম থেকে সরে এসেছি নিজেই বাস্তবতার নানা কূট-কৌশলে । বলতে বাঁধা নেই, এই সরে আসার প্রধান এবং অন্যতম কারণ সাম্প্রদায়িকতা । কেননা, এক জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবারের সন্তান হিসেবে বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের কোন গ্রামেই মাথা উচু করে বেঁচে থাকা যে সম্ভব নয় সেটা আমিও যেমন বুঝেছিলাম , তেমনি বুঝেছিলেন আমার বাবা-মাও । তাই লক্ষ্য থেকে সরে এসে হৃদয় ব্যথাতুর হয় । ফেলে আসা গ্রামের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাসও বের হয় । কোন অবচেতন সময়ে চোখ থেকে ঝরে পড়ে দু'এক ফোঁটা অশ্রুও । কিন্তু গ্রামে ছেড়ে পালিয়ে এসে যে হাফ ছেড়ে বেঁচেছি - এ সিদ্ধান্তে বিন্দুমাত্র আক্ষেপ জাগে না । হয়তো অনেকেই কৃত্রিম দেশপ্রেমে নাক শিটকে উঠতে পারেন আমার এই স্বীকারোক্তিতে । কিন্তু এক্ষেত্রে আমার সহজ এবং এক মাত্র উত্তর- সবার সে চারিত্রিক দৃঢ়তা বা সাহস থাকে না । যেমন আমার নেই নিজবাসভূমে দাঁড়িয়ে সর্বগ্রাসী এই মৌলবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার । যদিও আমি বিশ্বাস করি সম্মিলিত প্রতিরোধেই পরাজিত হবে ধর্ম বা religion নামক সত্য বিভাজনকারী এই দুষ্ট মতবাদ । কিন্তু বিপুল তরঙ্গের এই সর্বগ্রাসী জলচ্ছাস থেকে পালিয়ে আসাই আমি মোক্ষম মনে করেছি তখন। আপাত স্বার্থপর শোনাতেও আমার বলতে দ্বিধা নেই, হয়তো অপেক্ষায় আছি অনুকূল সময়ে পাল তুলে ফিরে যেতে স্ব-ঘাটে ,স্ব-ভূমিতে ।

(চলবে)

॥ ডিসেম্বর ৩০ ,২০০৭। লেক সুপিরিয়র । কানাডা ॥

sarkerbk@yahoo.com